রিশ্‌তা নাতা ও বিয়ে-শাদী
সংক্রান্ত
আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী

প্রকাশক

নাজারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান

পুস্তকের নাম	ঃ	রিশ্‌তা নাতা ও বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী
অনুবাদক	ঃ	মির্জা এনামুল কবীর, মোয়াল্লিম সিলসিলা
সংকলক	ঃ	রিশ্‌তা নাতা বিভাগ ভারত
প্রকাশক	ঃ	নাজারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান
১ম সংস্করণ	ঃ	মে , ২০২০ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	১০০০
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	**:**	**Rista Nata o Biye Shadi Sangkranta Abashik Nirdeshaboli**
Translate into Bengali by :		**Mirza Enamul Kabir, MuallimSilsila**
Compiled	**:**	**Office Rishta Nata Bharat**
1st Edition	**:**	**May , 2020 (India)**
Copy	**:**	**1000**
Published by	**:**	**Nazarat Islah-O-Irshad Markaziya Qadian**
Printed by	**:**	**Fazle Umar Printing Press,Qadian, Gurdaspur, Punjab**

সূচী পত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	ভূমিকা	6-8
২	রিশ্‌তা নাতা ও বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী	9
৩	জামাতের মধ্যেই সম্বন্ধ গড়ার ব্যাপারে নির্দেশ এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	10
৪	নব দীক্ষিত (বয়াতকারী) ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্দেশ	15
৫	কাউন্সেলিং	16
৬	জরুরী হেদায়েত	17
৭	নিকাহ্ ফর্ম সাবধানতার সঙ্গে পূরণ করুন	21
৮	অন্যান্য জরুরী বিষয় বিবাহের অনুষ্ঠানে কদাচার পরিহার	22
৯	মেহেন্দির কু-প্রথা	23
১০	বিবাহের অনুষ্ঠানে পেশাদার গায়ীকা ও নর্তকীর ব্যবস্থা করা	24
১১	সম-গোত্রীয়তা	24
১২	স্বভাব ও সৌন্দর্য	25
১৩	দাওয়াত ও অপব্যয়	26
১৪	পালিত বাচ্চাদের ব্যাপারে নির্দেশ	28
১৫	বিধবা-গণের নিকাহ্	29

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ইসলামে বিয়ে-শাদী পবিত্রতা অর্জন, পবিত্র উত্তরসূরী লাভ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের একটি মাধ্যম। আলোচ্য পুস্তিকাটি **'রিশ্‌তা নাতা ও বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী'** নামে বিভাগ রিশ্‌তা নাতার পক্ষ থেকে সংকলিত উর্দূ পুস্তিকা **'রিশ্‌তা নাতা ও শাদী বিয়াহ্‌ কে মোতালিক জরুরী হেদায়েত'** এর অনুবাদ। বর্তমানে বিয়ে-শাদীকে কেন্দ্র করে যে নানা পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি এবং প্রথাগত কুসংস্কার ও কদাচার পরিলক্ষিত হয় তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এবং হুজুর (আইঃ) বিভিন্ন সময় নানা ভাবে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এই পুস্তিকায় সেই নির্দেশাবলীর কিছু বর্ণিত হয়েছে। যেন তা অনুসরণ করে আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন সুখময় করে তুলতে পারি।

নাযারত ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ মারকাযিয়া এগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পারিবারিক জীবনকে সুখময় করে তোলার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে এটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশ করে। বাংলার ঘরে ঘরে এই নির্দেশাবলী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে খাকসারের নির্দেশে এটি বাংলায় অনুবাদ করেন মির্জা এনামুল কবীর, মোয়াল্লিম সিলসিলা বড়িশা এবং কম্পোজ ও সেটিং করেন মোয়াল্লিম সিলসিলা কাজী আয়াজ মহম্মদ। এই পুস্তিকা প্রকাশে যারা জড়িত আল্লাহতা'লা তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে এই নির্দেশাবলীর উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

নভেম্বর, ২০১৮

সেখ মহম্মদ আলী
সদর এশায়াত কমিটি, পঃ বঙ্গ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

ভূমিকা

উর্দূ সংস্করণ

আমাদের প্রতি খোদাতা'লার মহান অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে চেনার এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি (আঃ) আমাদেরকে এমন বহু কুপ্রথা ও কদাচার হতে মুক্তিদান করেছেন যে পঙ্কিলে আজ পৃথিবী নিমজ্জিত হয়েই চলেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর তিরোধানের পর তাঁর খলিফাগণের দিকনির্দেশনা জামাত পেয়ে এসেছে। আর এখন তাঁর পঞ্চম খলিফা সৈয়্যেদেনা হযরত মির্জা মাসরূর আহ্মদ (আইঃ) শিক্ষা-দীক্ষার দৃষ্টিকোণ হতে প্রতি পদে জামাতকে পথ-প্রদর্শন করছেন।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে পবিত্র এবং শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করার উদ্দেশ্যে এবং সৎ ও পবিত্র উত্তরসূরী পাওয়ার লক্ষ্যে বিবাহকে আবশ্যিক করা হয়েছে। বৈবাহিক জীবনে পুরুষের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন তার যাবতীয় দায়িত্বাবলী যথার্থভাবে পূর্ণ করে। সাধারণত বিয়ে-শাদীর বিষয় চরম স্পর্শ-কাতর বিষয় হয়ে থাকে এবং শরীয়তের নিয়ম নীতিকে অবজ্ঞা করার ফলে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার কারণে বৈবাহিক জীবনে শান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। এর বহু নমুনা বর্তমানে আমাদের সমাজে দেখা যায়। তা যদি সঠিকরূপে সুরাহা করা হয় তাহলে পরিবারে আনন্দ পুনরায় ফিরে আসে।

সুতরাং জামাতে আহ্মদীয়ার প্রতি খোদাতা'লার বড় করুণা হল যে, তিনি আমাদেরকে যুগ খলিফার পথ প্রদর্শনা দান করেছেন। তাই আমরা যেন তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে এক শান্তিময় সমাজ গঠন করতে পারি।

এই পুস্তিকা **'রিশ্‌তা নাতা ও বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী'**-

র মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং হুজুর অনোয়ার (আইঃ) এর কতিপয় নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হল, যেন তা অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবন সুখময় করে গড়ে তুলতে পারি।

আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন

নাযির ইসলাহ্ ও ইরশাদ মারকাযিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রিশ্‌তা নাতা ও বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত আবশ্যকীয় নির্দেশাবলী

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন করীমে বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা কুলু কওলান সাদীদা।

অর্থ : হে মো'মেনগণ তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন কর এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল। (সুরা আল-আহযাব আয়াত : ৭১)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াল তানযুর নাফসুম্মা কাদ্দামাত লিগাদ, ওয়াত্তাকুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা খাবিরুম বিমা তা'মালুন।

অর্থ : হে যাারা ঈমান এনেছ,আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে অগ্রে কী প্রেরণ করেছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবিশেষ খবর রাখেন। (সুরা আল-হাসর আয়াত : ১৯)

প্রীয় আক্বা (প্রভু) মহানবী (আঃ) বলেন :-

"স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণ ভাবে চারটি কথা দৃষ্টি পটে রাখা হয়ে থাকে। কোন কোন মানুষ তো শুধু কোন নারীর ধন দৌলতের কারণে তার সঙ্গে বিবাহ করার ইচ্ছে রাখে। আর কোন কোন মানুষ নারীর বংশ পরিচয়ের কারণে তার সঙ্গে বিবাহের ইচ্ছে রাখে এবং কিছু মানুষ নারীর সৌন্দর্যকে দৃষ্টিপটে রেখে

নির্বাচন করে। আর কিছু মানুষ নারীর ধার্মিকতা ও উত্তম চরিত্রের কারণে স্ত্রী নির্বাচন করে থাকে। সুতারাং হে মুসলিম পুরষগণ তোমরা ধার্মিক এবং চরিত্রবাণ জীবন সাথী নির্বাচন করে নিজ জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করার চেষ্টা কর। অন্যথায় তোমার হাতে অসফলতা আসতে থাকবে। (বুখারী কিতাবুন্ নিকাহ্, বাবুল আকফা ফিদ্দিন)

বর্তমান যুগে আল্লাহতা'লা হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে ধর্মের পুনরুজ্জীবিতকরণ ও শরীয়ত কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে প্রেরণ করেছেন।

তিনি (আঃ) বিয়ে-শাদী সম্পর্কে যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন এবং বর্তমান সময়ে খলিফাগণের পক্ষ হতে যে সমস্ত নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে তা আমাদের জন্য পথ চলার নীতি স্বরূপ । সুতরাং আমরা যদি আমাদের আহ্মদী সমাজকে জান্নাত তুল্য বানাতে চাই, তাহলে আমাদের কর্তব্য যে, আমরা যেন এই মূল্যবান বাণী সমূহের ও নির্দেশের প্রতি আমল করি।

জামাতের মধ্যেই সম্বন্ধ গড়ার ব্যাপারে নির্দেশ এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

জামাতের সদস্যগণের সর্বদাই এই চেষ্টা থাকা উচিত যে, যতদূর সম্ভব ছেলে ও মেয়েদের সম্বন্ধ আহ্মদী সদস্যদের সঙ্গেই হোক। এ সম্পর্কে হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একটা ইশতেহার প্রকাশ করেন এবং নিজ জামাতকে উপদেশ দেন যে, তারা আহ্মদী মেয়েদের বিবাহ অ-আহ্মদীদের সঙ্গে যেন না

করান । এবং একজন সাহাবী হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট নিজ কন্যার বিবাহ একজন অ-আহ্‌মদী আত্মীয়ের সঙ্গে করানোর অনুমতি চাইলে তিনি (আঃ) ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন । তিনি (আঃ) বলেন যে-

"এবিষয় একেবারে আমাদের নিয়ম বিরুদ্ধ যে আপনি নিজ কন্যার বিবাহ এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে করাতে চান যে এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত নয়, এটা পাপ।"

আর ও বলেন - "এটাই আপনার জন্য পরীক্ষার সময়। ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রধান্য দেওয়া উচিত। সাহাবাগণ ধর্মের জন্য বাপ বেটাকেও হত্যা করে দিয়েছিল, তুমি কি ধর্মের খাতিরে তোমার এক বোনকে অসন্তুষ্ট করতে পারবে না? সুতারাং এমন অ-আহ্‌মদী ছেলেকে কন্যা দেওয়া পাপ।" (মকতুবাত হজরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ:) বনাম ফজলুর রহমান সাহেব, কাদীয়ান ১৭/০৪/ ১৯০৭)

হজরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেন :-

"একথা প্রকাশিত যে, যারা বিরোধী মৌলভীদের ছত্র-ছায়ায় হিংসা ও বিদ্বেষ এবং কৃপণতা ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের জামাতের নতুন ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়া অসম্ভব হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তওবা করে এই জামাতে প্রবেশ করে। এখন এই জামাত কোন ব্যাপারে তাদের মুখাপেক্ষি নয়। ধন-দৌলতে, জ্ঞানে, উন্নতিতে, বংশে, পবিত্রতায়, খোদাকে লাভের পিপাসায় অন্যের থেকে এগিয়ে থাকায় এই জামাতের মধ্যে অসংখ্য লোক আছে এবং প্রত্যেক ইসলামী ফির্কার মানুষ এই জামাতের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহলে এই অবস্থার কোন প্রয়োজন নেই যে, এধরনের মানুষের সঙ্গে আমাদের জামাত নতুন ভাবে (বৈবাহিক) সম্পর্ক স্থাপন করুক,

যারা আমাদের কাফের আখ্যা দেয়। এবং আমাদের নাম দাজ্জাল রাখে, অথবা নিজে না হলেও এধরনের লোকের গুণ-কীর্তনকারীও তাদের অনুসারী"।

"স্মরণ রাখুন যে, যে ব্যক্তি এধরণের লোকেদের পরিত্যাগ করতে পারে না, তারা আমাদের জামাতে প্রবেশ করার যোগ্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না পবিত্রতা ও সত্যতার জন্য একজন পিতা, পুত্র হতে ভিন্ন হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের মধ্য হতে নয়"। (মজমুয়া ইশতেহারাত তৃতীয় খন্ড পৃঃ ৫০, লন্ডন হতে প্রকাশ)

হজরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) বলেন, "এটা জামাতে আহ্‌মদীয়াতে অবশ্য দেখা হবে যে, মেয়ে যেখানে বিয়ে করছে বা বিয়ের ইচ্ছে রাখে সেই পাত্র যেন অবশ্যই আহ্‌মদী হয়। কেননা, এই সমস্ত কথার উদ্দেশ্য পবিত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা, নেকি-কে প্রতিষ্ঠা করা এবং পবিত্র সন্তান অর্জন করা। যদি আহ্‌মদী ছেলে আহ্‌মদী মেয়েদেরকে ছেড়ে এবং আহ্‌মদী মেয়েরা আহ্‌মদী ছেলেদের ছেড়ে অন্যদেরকে বিবাহ করে তাহলে সমাজের মধ্যে, বংশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকবে। নব প্রজন্মের ধর্ম হতে সরে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হবে। এই জন্য ধর্মীয় সামঞ্জস্য দেখাও তেমনই জরুরী যেমন পার্থিব। আমাদের ছেলে ও মেয়েদের অনেকের মধ্যে অন্যদের সঙ্গে বিয়ে করার খুব প্রবণতা দেখা যায় । বিশেষ করে এই স্বাধীন সমাজে, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। জামাতীয় ব্যবস্থাপনার ও চিন্তা এজন্য বেড়ে গেছে যে এধরনের ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে যে, নিজ ইচ্ছায় অ-আহ্‌মদীদের মধ্যে, অ-মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ করতে লেগেছে। (খুৎবা জুম্মা ২৪ডিসেম্বর ২০০৪, বাহাওয়ালা খুৎবাতে মাসরূর ২য় খন্ড পৃঃ ৯৩৬)

বিবাহ করা একটা উত্তম আমল। আল্লাহ্‌তা'লা ও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। বরং খোদাতায়ালা বিধবাগণকেও এক ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারাও যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার নিকটাত্মীয় যেন তার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। মহানবী (সা:) নিজ সাহাবাগণকে আন্দোলিত করতেন, বিয়ের জন্য তাকিদ করতেন, সম্বন্ধও মনোনিত করতেন। কিন্ত এই শুভ কাজও অনেক অবস্থায় অনেক আহ্‌মদী পরিবারের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকে। আর এতে জামাতীয় ব্যবস্থাপনার ও কোন ত্রুটি থাকে না। তথাপি কিছু লোক জামাতীয় ব্যবস্থাপনাকে দোষারোপ করে। এটা এমন হয়ে থাকে যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন অ-আহ্‌মদী মেয়েকে বা নারীকে বিবাহ করে এবং এই ভয়ে যে, জামাতীয় ব্যবস্থাপনা এটিকে ভালভাবে নেবে না এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে না অথবা অনেক সময় অ-আহ্‌মদী মেয়ের পক্ষ হতে ও এই শর্ত রেখে দেওয়া হয় যে নিকাহ্‌ অ-আহ্‌মদী মৌলবী বা কোন ব্যক্তি পড়াবে, তখন এধরনের লোক অ-আহ্‌মদী দিয়ে নিকাহ্‌ পড়িয়ে নেয়। এবং এমন একটা অপকর্ম সম্পাদনকারী হয়ে থাকে, যা তাকে হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াত হতে বহিষ্কার করে দেয়। কেননা, এই নিকাহ্‌ সম্পাদনকারী ব্যক্তি সে হয়ে থাকে, যে হজরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে মিথ্যা দাবীকারক প্রতিপন্ন করে থাকে। তাঁকে কাফের আখ্যায়ীত করে থাকে। সুতারাং এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাস্তবে এধরনের ছেলে বা পরিবার যে তার এই বিয়েতে সাহায্যকারী হয়ে থাকে, এ ঘোষণা দিয়ে থাকে যে আমি হজরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর বয়াত হতে বের হয়ে গায়ের আহ্‌মদী মৌলবীর দিয়ে এই নিকাহ্‌ পড়িয়ে নাউযুবিল্লাহ তাঁর (আঃ) এর তকফির বা

কুফর কারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হচ্ছি। সুতরাং প্রত্যেক আহ্‌মদীর সর্বদা নিজের এই অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেব। যেখানে এই চিন্তা সৃষ্টি হবে যে, আমার কোন কর্মের কারণে আমার ধর্ম (ঈমান) প্রভাবিত হচ্ছে, সেখানে সমস্ত পার্থিব ইচ্ছে ও কর্মের উপর একজন প্রকৃত আহ্‌মদীর অবরোধ গড়েতোলা উচিত। যদি সমস্ত আহ্‌মদী এ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে যায় এবং এর প্রতি আমল করা আরম্ভ করে দেয়, তাহলে নিশ্চয় খোদাতা'লার ভালবাসার দৃষ্টি প্রাপ্তকারী হবে। এই যুগের ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ সৃষ্টিকারী এবং সত্যের অনুসরণকারী হবে। আর কথার পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথাও জানিয়ে রাখি যে, যেহেতু শাস্তির মামলা যখন আমার সামনে আসে, তখন সর্বপরি নিয়ম অনুসারে শাস্তি দিতে বাধ্য হই। কিন্ত যখন আমি কাউকে শাস্তি দিই তখন এ-কথা আমার জন্য খুব কষ্টদায়ক হয়।" (খোতবা জুম'আ ৪-জুলাই ২০০৮, বাহাওয়ালা খুতবাতে মাসরুর ষষ্ট খ- পৃঃ ২৬৭)

এ-কারণেই হজরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং মহান খলিফাগণ সর্বদা বিয়ের ব্যাপারে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ-কথা সঠিক যে অসহায়তার কারণে যুগ খলিফার অনুমতি ক্রমে অ-আহ্‌মদী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে। এবং আহ্‌মদী নিকাহ্ সম্পাদনকারীর নিকাহ্ পাঠের মাধ্যমে এই বিয়ে হতে পারে। কিন্ত এধরনের বিবাহকে সর্বপরি সন্তানদের তরবিয়্যতের দিক থেকে উত্তম বলা যেতে পারে না। কিন্ত যতদূর অ-আহ্‌মদী বা অ-মুসলিম ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক, সেখানে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও পরিষ্কার ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন । সুতরাং যদি কোন আহ্‌মদী মেয়ে বা পিতা-মাতা

এরূপ করেন তাহলে তিনি অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে থাকবেন।

নব দীক্ষিত (বয়াত কারী) ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্দেশ

যদি কোন ছেলে বয়াত করে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার জন্য এক বছরের সময় কাল নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তাকে পরীক্ষা করা হোক ।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর নির্দেশ যে :-

“যদি কোন মেয়ে বয়াত করে আহ্‌মদী হয় এবং আহ্‌মদী কোন ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব উঠে তাহলে তার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ধার্য্য নেই। এ-ধরণের প্রত্যেক মামলা সম্বন্ধযুক্ত প্রেসিডেন্ট/ আমীর জামাত, ইন্‌চার্জ রিশ্‌তা নাতা এবং সম্বন্ধযুক্ত নাযির ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ/ নাজিম ইরশাদ ওয়াকফে জাদিদের রিপোর্ট ও সুপারিশ সহকারে এখানে দিক নির্দেশনার জন্য পাঠাতে হবে। আর এভাবে এ-ধরনের প্রত্যেক মামলায় নিকাহের অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া যুগ খলিফার একান্ত এক্তিয়ারভুক্ত”। **(WTT 5266/ 18-09-2017)**

সৈয়্যেদেনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ) কানাডার রিশ্‌তা নাতা কমিটির সঙ্গে মিটিংয়ে বলেন :-

“কোন আহ্‌মদী মেয়ের জামাতের বাইরে কোন অ-আহ্‌মদী বা অ-মুসলিম এর সঙ্গে বিয়ে করার কোন অনুমতি নেই”।

আরও বলেন যে, “যে সমস্ত ছেলে জামাতের বাইরে বিয়ে করে থাকে তখন তাদের আখরাজ বা বহিষ্কার এ-জন্য হয়ে থাকে যে,

তারা কোন অ-আহ্‌মদী মৌলভী বা কাজীর দ্বারা নিকাহ্‌ পড়িয়ে থাকে"।

"যে ব্যক্তি কোন অ-আহ্‌মদী মেয়ের সঙ্গে অনুমতি নিয়ে বিবাহ করে এবং তার নিকাহ্‌ আহ্‌মদী পড়িয়ে থাকে, তখন তার বিশেষ অবস্থায় অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়।" (আল ফজল ইন্টার ন্যাশ্যন্যাল ২৮-সেপ্টেম্বর ২০১২, ৮-অক্টোবর ২০১২)

কাউন্সেলিং

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) এর নির্দেশ আছে যে, "বিবাহ নির্ধারণ করার পূর্বে পাত্র ও পাত্রী এবং তাদের পিতা-মাতার কাউন্সেলিং হওয়া জরুরী"।

সৈয়্যেদেনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ) কানাডার রিশ্‌তা-নাতা কমিটির সঙ্গে মিটিংয়ে বলেন :-

"পিতা-মাতার কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন রয়েছে। পিতা-মাতাকে আলাদা ডাকুন এবং তাদের ও কাউন্সেলিং করান"।

হুজুর বলেন :-

"অনেক মা শিক্ষিত হন এবং অনেকে অ-শিক্ষিত। এবং উভয়ের চিন্তা ভিন্ন ধরনের। তাদের চিন্তাধারা অনুসারে তাদের কাউন্সেলিং হওয়া উচিত। কাউন্সেলিং এর সময় একথা জ্ঞাত করান যে, বিয়ের উদ্দেশ্য কী ? এ-সম্বন্ধে ধর্মীয়-শিক্ষা কী? এবং তোমাদের চিন্তাভাবনা কী? একথা বলুন যে, তোমরা কোথা থেকে এসেছ, কোন বংশের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক, তোমাদের বয়ঃজেষ্ঠ্যগণ কী কী আত্মত্যাগ করেছেন এবং তার ফলে খোদাতালা কিভাবে

নিজ করুণায় ভূষিত করেছেন। এখন তোমরা পার্থিবতার মধ্যে ডুবে যেওনা, আল্লাহর করুণা এবং পুরষ্কারের কৃতজ্ঞতা এটাই হওয়া উচিত যে, ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং নিজ বংশের সৎকর্ম ও তাকওয়ার উপর পদচারণা কর। আর বংশের পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ"।

সৈয়্যেদনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন :-

"মোট কথা আসল বিষয় হল নেকি বা সৎকর্ম, তাকওয়া আছে এবং এটা থাকা উচিত।"

কাউন্সেলিং সম্বন্ধে সৈয়্যেদনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর হেদায়েতপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও করানো হয়েছে। নাজারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ মারকাযিয়া হতে এই পুস্তিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

জরুরী হেদায়েত
নিকাহ্ ফর্ম পূরণ করার সময় নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর উপর আমল করা একান্ত জরুরী

* পাত্রীর ওলী বা অভিভাবক তার আসল পিতা হয়ে থাকে। ওলীর স্বাক্ষর নিকাহ্ ফর্মে হওয়া আবশ্যক।

* যদি পিতা মৃত হয়ে থাকে তাহলে পর্যায়ক্রমে দাদা, নিজ ভাই, সৎ ভাই, চাচা ও অন্যান্য নিকটতম পৈত্রিক সম্পর্কের আত্মীয় প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রীর ওলী বা অভিভাবক হতে পারে। কিন্তু যদি পৈত্রিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে কোন শরীয়ত প্রমাণিত বৈধ ওলী না থাকে অথবা পাত্রী কোন কারণে নিজের পিতা বা পৈত্রিক

সম্পর্কের মধ্যে কাউকে ওলী নির্ধারণ করতে না চায়, তাহলে এরকম বিষয় মারকাযে আসা উচিত। এবং সৈয়্যেদনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর অনুমতিক্রমে তার পক্ষ হতে ওলী নির্ধারিত হতে পারে। ওলায়েত বা অভিভাবকত্ব সম্পর্কে যা কিছু সমস্যা তৈরী হবে তার সমাধান হজরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর অনুমতিক্রমেই হবে। তার জন্য পাত্রী পক্ষ হতে যথারীতি দরখাস্ত লোকাল আমীর বা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে নাজারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান-এ আসতে হবে। সমস্ত আমীর, প্রেসিডেন্ট, মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমকেরাম এর দায়িত্ব যে, রিস্তা ঠিক করার সময় এই ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করে নিন যে, যে ব্যক্তি তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করছেন শরীয়ত অনুসারে সে কি অভিভাবকত্বের অধিকার রাখে?

* নিকাহ্ পড়ানোর সময় যদি ওলী স্বয়ং উপস্থিত না থাকতে পারে তাহলে সে নিজের পক্ষ হতে যে কোন ব্যক্তিকে ওলী নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু নিকাহ্ ফর্মের ওলীর শূন্য স্থানে ওলীর স্বাক্ষরই থাকতে হবে। এবং উকীলের জন্য নির্ধারিত স্থান পূরণ করতে হবে।

* যদি কোন কারণে নিকাহের সময় পাত্র স্বয়ং উপস্থিত না থাকতে পারে তাহলে সেও নিজের পক্ষ হতে কোন ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করতে পারে। তার জন্য উকিলের নির্ধারিত স্থান পূরণ করতে হবে।

* ভারতে সরকারী আইনানুসারে বিয়ের জন্য পাত্রের বয়স একুশ বছর এবং পাত্রীর বয়স আঠারো বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দেন-মোহর সম্পর্কে বলেন :-

"আমি দেন-মোহরের জন্য ছয় মাস হতে এক বছরের আয়কে নির্ধারণ করছি। অর্থাৎ আমার নিকট যদি কেউ দেন-মোহর সম্পর্কে পরামর্শ করে তাহলে আমি এই পরামর্শ দিয়ে থাকি যে, নিজের ছয়মাস হতে এক বছরের আয় দেন-মোহর রূপে নির্ধারণ কর।" (আল ফযল, ১২ ডিসেম্বর ১৯৪০)

একথা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, দেন-মোহর পুরুষের উপর একটা ঋণ স্বরূপ যা তাকে তার স্ত্রীকে আদায় করা উচিত। আর স্ত্রী নিজ হতে ক্ষমা করা ব্যতীত এটা ক্ষমাযোগ্য নয়।

* পাত্র ও পাত্রী যে যে জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেই জামাতের আমীর/ প্রেসিডেন্টের নিকাহ্ ফর্মের উপর তার আহ্‌মদী হওয়ার সত্যায়নের জন্য স্বাক্ষর ও সিলমোহর একান্ত জরুরী।

* পাত্র ও পাত্রী অথবা উভয়ে বিদেশে অবস্থান করার ক্ষেত্রে নিকাহ্ ফর্মের মধ্যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অথবা ন্যাশনাল আমীর জামাতের সত্যায়ন এবং সিলমোহর সহ স্বাক্ষর বাঞ্ছনীয়। এবং ওকালত তামিল ও তানফিয লন্ডনের অনুমতির পর মারকায কাদিয়ানে অথবা ভারতের অন্য কোন জামাতে নিকাহের ঘোষণার অনুমতি প্রাপ্ত হবে। এবং এজন্য কাদিয়ান হতে প্রকাশিত নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এবং সত্যায়নকৃত নিকাহ্ ফর্ম নিকাহ্ ঘোষণার দুই সপ্তাহ পূর্বে পূরণ হওয়া উচিত। নিকাহ্ ঘোষণার জন্য আসল নিকাহ ফর্ম-টি সঙ্গে রাখতে হবে। নিকাহ্ ফর্মের জেরক্সের উপর নাজারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ কাদিয়ান কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

* যদি পাত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে থাকে তাহলে নিকাহ্ ফর্মের সঙ্গে তালাক অথবা খোলার প্রমাণ পত্র দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

* নিকাহ্ ঘোষণার পর এক মাসের ভেতর নিকাহ্ ফর্ম

মারকাযে পাঠিয়ে রেজিস্ট্রী করা আবশ্যিক। নিকাহ্ ফর্ম রেজিস্ট্রী হওয়ার পর ফর্মের একটা কপি পাত্রকে এবং একটা কপি পাত্রীর ওলীকে পাঠানো হয়ে থাকে। আর একটা কপি দপ্তরের রেকর্ডে রাখা হয়।

* কোন কোন ব্যক্তির সরকারী দপ্তরে নিজ বিবাহ অথবা তালাক/ খোলার প্রমাণ পত্র উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এজন্য রিশ্‌তা-নাতা বিভাগের পক্ষ হতে আবেদনের ভিত্তিতে ইংরাজীতে ম্যারেজ সার্টিফিকেট/ তালাক নামা জারী করা হয়ে থাকে।

* জেলার জামাত গুলিতে আল্লাহর ফজলে জেলা ভিত্তিক সেক্রেটারী রিশ্‌তা-নাতা বর্তমান (যদি কোন জামাতে সেক্রেটারী না থেকে থাকে, তাহলে জেলা আমীরগণ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেক্রেটারী রিশ্‌তা-নাতা স্বরূপ মনোনীত করে কেন্দ্র হতে মঞ্জুরী হাসিল করুন)।

* জেলা সেক্রেটারী রিশ্‌তা-নাতার দায়িত্ব হল যে, নিজ জেলার সমস্ত জামাতের বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের বিবরণ মারকায থেকে প্রেরিত ফর্ম পূরণ করে মারকাযে প্রেরণ করা। এবং স্থানীয় জামাতেও রিশ্‌তা-নাতার সমস্যাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় হেদায়েত অনুসারে জামাতের সদস্যদের সাহায্য করা ও দিক নির্দেশনা দেওয়া।

রিশ্‌তা তৈরী করানোর সম্বন্ধে সৈয়্যেদেনা হুজুর আনোয়ার (আইঃ) নির্দেশ দেন যে :-

“পদাধিকারী এবং মুরুব্বীদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক থাকা উচিত। যদি উভয় পক্ষই আহ্‌মদী হয় এবং মোবাল্লেগ রিস্তা করিয়ে দেয় তাহলে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন

নেই। যদি আহমদী না হয় অথবা নব আহমদী হয়ে থাকে তাহলে সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ এবং আমীর জামাতের সত্যায়নের পরেই রিশ্‌তা ঠিক হবে অথবা নিকাহ্ হবে"। **(WTT 53 / 4-11-2015)**

নিকাহ্ ফর্ম সাবধানতার সঙ্গে পূরণ করুন

* নির্দেশনামার সেই পৃষ্ঠা যা প্রত্যেক নিকাহ্ ফর্ম এর সঙ্গে লাগানো থাকে নিকাহ্ ফর্ম পূরণ করার পূর্বে ভালোভাবে পড়ে নেওয়া উচিত। আর তাতে বর্ণিত নির্দেশানুসারে ফর্ম পূরণ করা আবশ্যক।

* পাত্র এবং পাত্রীর নাম লেখার সময় সমস্ত বিবরণ (নাম/ পিতা/ জন্ম তারিখ/ বয়স) জন্ম সার্টিফিকেট অনুসারে লিখুন।

* জন্ম তারিখ লেখার সময় সরকারী নথিকে দৃষ্টি পটে রাখুন। যে নথির ভিত্তিতে আপনি আপনার সমস্ত সরকারী নথি তৈরী করেছেন অথবা করাবেন। সেই অনুসারে নিকাহ্ ফর্মে জন্ম তারিখ লেখা উচিত।

* লেখা পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। কালো কালি ব্যবহার করবেন। কাটা কাটি যেন না হয়, এবং মোছার জন্য হোয়াইটনার ইত্যাদি এমন কোন জিনিস ব্যবহার করবেন না, যার ফলে ফর্ম সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। যদি কোন কারণে এমন কোন ভুল হয়ে যায়, তাহলে উত্তম হবে যে, নিকাহের পূর্বে পুরো ফর্ম নতুনভাবে পুনরায় পূরণ করুন।

অন্যান্য জরুরী বিষয়
বিবাহের অনুষ্ঠানে কদাচার পরিহার

বর্তমানে পৃথিবীতে অ-মুসলিম ও অ-আহ্‌মদীদের মধ্যে বিয়ের সময় অসংখ্য কদাচারের প্রচলন রয়েছে। এবং সমস্ত সমাজ এই কদাচারে লিপ্ত। বেশিরভাগ অ-আহ্‌মদীরা যে সমস্ত প্রচলিত প্রথাকে প্রতিপালন করছে, তা সোজসুজি অ-ইসলামিক। এবং সেগুলোর ইসলামি শিক্ষার মধ্যে কোন ধারণাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সেগুলো সমাজের দেখাদেখি তারা অনুকরণে বাধ্য হয়ে গেছে।

আমরা আহ্‌মদী। আমাদের প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং খলিফাগণের মহান অনুগ্রহ যে, তারা আমাদের প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার দ্বারা আলোকিত করেছেন। এবং সেই সমস্ত কদাচার যা সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে, তা হতে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আজকে আমরা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার উপর চলে সেই সমস্ত কদাচার হতে আত্মরক্ষা না করি তাহলে সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে যেতেই থাকব।

সুতরাং আজ প্রত্যেক আহ্‌মদীর দায়িত্ব যে বিয়ে-শাদীর সময় প্রচলিত অ-প্রয়োজনীয় প্রথা হতে সুরক্ষিত থাকুন এবং নিজেদের সমাজেও তার সংশোধন করার চেষ্টা করুন।

যেমন-

(১) মেহেন্দির প্রচলন ।

(২) বিয়ের সময় পেশাদার গায়ক গায়ীকা এবং র্নতকীর প্রচলন।

(৩) খাওয়া দাওয়ার জন্য অ-প্রয়োজনীয় খরচ করা ।

(৪) যৌতুক ও লগনের জিনিস পত্র প্রদর্শন করানো।

(৫) পর্দা ইত্যাদির ব্যবস্থা না করা।

(৬) গায়ের মুহারম (বিবাহ বৈধ এমন) নারীদের ফটো গ্রাফি এবং ভিডিও বানানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেহেন্দির কু-প্রথা

হজরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আই:) বলেন মেহেন্দির একটা প্রথা আছে। তাকেও বিয়ের সমতুল্য গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তাতে দাওয়াত দেওয়া হয়ে থাকে, কার্ড ছাপানো হয়, স্টেজ সাজানো হয় এবং শুধু এতটুকুই নয় বরং কয়েক দিন যাবৎ দাওয়াতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং বিয়ের পূর্বেই তা জারী হয়ে যায়, কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই আরম্ভ হয়ে যায় এবং প্রত্যেক দিন নতুন নতুন স্টেজও সাজানো হয় .....এসমস্ত কদাচার-মাত্র। যা ক্ষমতা না থাকা লোকেদেরও নিজের করায়ত্ব করে ফেলেছে .....এখন কিছু কিছু আহ্‌মদী পরিবার ও অনেক বড় আকারে এই লোক দেখানো এবং অশালীন কদাচারের প্রতি আমল করছে .....এখন আমি পরিষ্কার করে জানাতে চাই যে, এই অশালীন কু-প্রথাকে অনুসরণ করবেন না এবং একে বর্জন করুন। (খোতবা জুম'আ ১৫জানুয়ারী ২০১০)

বিবাহের অনুষ্ঠানে পেশাদার গায়ীকা ও নর্তকীর ব্যবস্থা করা

কখনো কখনো আমাদের দেশ সমূহে বিয়ের অনুষ্ঠানে এমন উলঙ্গ এবং নোংরা গান লাগিয়ে দেওয়া হয় যে, তা শুনে লজ্জা বোধ হয়। তাতে এমন অসভ্য এবং নোংরা শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে, জানি না লোকে শোনে কি করে? .....আবার এমন নাচ গান ও আছে- যা কনে সাজানোর সময় অথবা বিয়ের পর যখন কনে স্বামীর ঘরে যায় সেখানেও কখনো কখনো এধরনের নির্লজ্জ মিউজিক বা গানের সঙ্গে নাচা হয়ে থাকে। এবং অংশ গ্রহণকারী প্রীয় আত্মীয়গণও তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। মোট কথা এ-জিনিসের কোনক্রমেও অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। (খোতবা জুম'আ ২৫-নভেম্বর ২০০৫)

সম-গোত্রীয়তা

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমাদের জাতির মধ্যে এটাও একটা কু-প্রথা আছে যে, অন্য গোত্রে কন্যা দেওয়া পছন্দ করে না। বরং যতদূর সম্ভব নেওয়াও পছন্দ করে না। এটা সোজাসুজি অহংকার যা শরীয়তের শিক্ষার একেবারে পরিপন্থী । আদম সন্তানেরা সকলেই খোদাতা'লার বান্দা, বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে এটা দেখা উচিত যে, যার সঙ্গে নিকাহ্ করা হচ্ছে সে সৎ-স্বভাব এবং সৎ-চরিত্রের কিনা এবং কোন কদাচারে লিপ্ত নয় তো, যা অশান্তির কারণ হবে। আর স্মরণ রাখা উচিত যে,

ইসলামের মধ্যে গোত্রীয়তার কোন প্রাধান্য নেই। এখানে শুধু মাত্র খোদা ভীতি ও সততার প্রাধান্য আছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম।

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে হতে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। (সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১৪)

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উপরোক্ত বাণী হতে একথা পরিস্কার হয় যে, বিবাহ করানোর সময় জাত পাতের ঝামেলায় পড়া উচিত নয়। বরং সর্বদা তাকওয়া বা খোদা ভীতি দৃষ্টি পটে রাখা উচিত ।

স্বভাব ও সৌন্দর্য

সৈয়্যেদেনা হজরত আমীরুল মো'মীনিন খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ) স্বীয় খোতবা জুম'আ ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪ সনে ফ্রান্সের প্যারিসে বলেন যে, "এই অভিযোগ এখন অতি সাধারণ হয়ে গেছে যে, মেয়ে সৎ, ভালো-চরিত্রবাণ, শিক্ষিতা, জামাতের কাজ কর্মে অংশগ্রহণ ও করে, কিন্তু সৌন্দর্য একটু কম বা উচ্চতা চাহিদা অনুযায়ী নয়। তখন আসে, দেখে এবং চলে যায়"।

এই ব্যাপারে পূর্বে ও একবার স্মরণ করিয়েছিলাম যে, "সৌন্দর্য এবং উচ্চতা তো ছবি দেখে বা খবরাখবরের মারফৎ ও জানতে পারা যেতে পারে। তাহলে ঘরে গিয়ে মেয়েদের দেখা এবং তাদের কষ্ট দেওয়ার কি প্রয়োজন"? এ-জন্য আল্লাহতা'লার এটা নিদের্শ আছে যে, এ জিনিস গুলোকে দেখো না বরং ধার্মিকতাকে প্রাধান্য

দাও। এজন্য মহানবী (সাঃ) বলেন যে, "নিজের বংশকে রক্ষা করতে চাইলে ধার্মিকতাকে প্রধান্য দাও । যদি মেয়েদের ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও তাহলে মহানবী (সাঃ)-এর দোওয়ার উত্তরাধিকারী হবে। এবং নিজ বংশধরকেও ধর্মের পথে চালিত দেখতে পাবে।

কিছু কিছু লোক তো সম্বন্ধ দেখার সময় মেয়েদেরকে এমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যেমন কুরবানীর খাসি পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিয়ে তো একটা চুক্তির নাম। এক পক্ষের কুরবানীর নাম নয় বরং এটা এমন একটা বন্ধন যে, উভয় পক্ষের ত্যাগের নাম। হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরু (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "মহানবী (সাঃ) বলেছেন পৃথিবী তো জীবনোপকরণের ক্ষেত্র মাত্র, এবং সৎ নারীর চেয়ে বড় কোন জীবনোপকরণ নেই। (ইবনে মাজাহ-আবওয়াবুন নিকাহ, বাব আফজালুন নিকাহ)

সুতরাং তাদের জন্য যারা প্রত্যেক জিনিসকে পার্থিবতার পাল্লায় ওজন করে, তাদের এই হাদিসটি স্মরণে রাখা উচিত যে, সৎ নারীর চেয়ে উত্তম তোমাদের জীবনের আর কোনও পার্থিব উপকরণ নেই। সৎ নারী তোমাদের পরিবারকেও সুরক্ষিত রাখবে এবং তোদের সন্তানদেরকে ও উত্তম তরবিয়্যত প্রদান করবে । ফল স্বরূপ তোমরা আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় প্রতিদানে ভূষিত হবে।

দাওয়াত ও অপব্যয়

সৈয়্যেদেনা হজরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ)-এর ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে **এম. টি. এ**.-তে বিয়ে-শাদীর

অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি আলোচনা মূলক অনুষ্ঠানে এবং ১৩ মে ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দের খুতবা জুম'আতে বিয়ের অনুষ্ঠানে আতিথেয়তা সম্পর্কে বলেন ;-

"আনন্দের সময় অতিথিগণকে খাওয়ানোটা একটা অতি সাধারণ সুন্নতের অধিন। আর বিয়ের সময় আনন্দের প্রকাশ করা এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করা, ঐ সময় আল্লাহ্‌তা'লার এই নির্দেশ "কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরেফু-কে দৃষ্টিপটে রাখা একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ বাড়া-বাড়ি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে :-

"কোন অনুষ্ঠানে বাড়া-বাড়ি সাধারণত কু-প্রথা প্রতিপালন করার কারণে হয়ে থাকে। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। সে জন্য সেই সমস্ত কু-প্রথা হতে যা সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে তা হতে মুক্তি লাভ করা আবশ্যক যেমন- গান-বাজনা করা, নাচা, সিনেমার গান শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের জামাতে অনেক ধনী মানুষ এমন আছে যারা বিবাহের অনুষ্ঠানে লোক দেখানো ক্রীয়াকলাপ করে থাকে। যা দেখে ঘৃণা বোধ হয়। আর সেই সমস্ত লোকেদের উপর দয়ার উদ্রেক হয় যারা সেই সমস্ত অশালীন কথা যা হতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং আলোর মধ্যে এনেছেন, পরস্পর প্রতিযোগীতা করে সেই সমস্ত কথা গুলোকে পুনরাবৃত্তি করতে চাই। সুতরাং কুরআন করীম সম্পদের বহুল ব্যয়কে লাভের নয় বরং ক্ষতির কারণ বলেছে। অপব্যায়ীগণের সম্পর্কে বলেছে তারা শয়তানের ভ্রাতা, যারা অপচয়ের দ্বারা নিজেদের রিজিক ধ্বংস করে ও যেরূপে তারা বিবাহের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে তা থেকে প্রকাশ পায় যে, তারা আহ্‌মদীয়াত হতে দূরে চলে গেছে। সে

কারণে তাদেরকে অনাড়ম্বরতার শিক্ষা দেওয়া এবং সহানুভূতীর সঙ্গে বোঝানো আমাদের সবার কর্তব্য। এ ব্যাপারে আমাদের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং অনাড়ম্বরতা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আনন্দ উদ্‌যাপন করা উচিত।”

আরও বলেছেন, “ নিজেদের সমাজে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা উচিত যে, যদি আমরা বেশি ব্যয় করার ক্ষমতা রাখি, তাহলে অন্যদের কন্যার বিয়েতেও ব্যয় করা উচিত।.....সুতরাং সম্পদশালীদের উচিত যে, তারা নিজেদের প্রতিটি বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় খরচের একটা অংশ বা ১/১০ ভাগ এই উদ্দেশ্যে সাশ্রয় করে গোপনে জামাতের হস্তগত করে দিন। যেন- যখন কোন উপযুক্ত (দরিদ্র) মেয়ের বিবাহ হবে, তখন জামাত সেখানে খরচ করতে পারে এবং তাদের বিবাহের সময় নিজ সাধ্যানুসারে তার দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে পারে। এর ফলে পরস্পর ভালোবাসার সঞ্চার হবে। এবং ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘৃণার পরিবর্তে নৈকট্যের কারণ হবে। এবং পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতার কারণ হবে”।

পালিত বাচ্চাদের ব্যাপারে নির্দেশ

‘মুতনাব্বা’ অর্থাৎ পালিত বাচ্চাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশের উপর আমল করা আবশ্যক। আল্লাহতা’লা কুরআন মজীদের মধ্যে বলেছেন-

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ

ওয়ামা জায়ালা আদঈ’য়া আকুম আবনা আকুম।

অর্থ : তিনি তোমাদের পোষ্য-পুত্রকে তোমাদের (ঔরসজাত) পুত্র বানান নি। (সুরা আল-আহ্‌যাব, আয়াত : ৫)

খোদাতা'লার এই নির্দেশ হতে একথা পরিষ্কার যে, যে সমস্ত বাচ্চাদের পালনের জন্য নেয়, তারা কোনও রূপে প্রকৃত সন্তান হতে পারে না। সুতরাং নিকাহ ফর্ম পূরণ করার সময় এ-কথাকে দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক যে, তাদের প্রকৃত পিতার নাম-ই যেন উল্লেখ থাকে। কোন কোন আত্মীয়রা জিদ ধরে যে, লালন কারীর নাম-ই যেন (রেজিস্ট্রী) বা নথিভূক্ত করা হয় । যা শরীয়ত হতে গৃহিত নয়। সুতরাং সেই সমস্ত লোকেরা যারা বাচ্চাদের লালন করেছেন তারা বাচ্চাদের প্রকৃত পিতার নাম-ই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী নথি-পত্রে লেখান যেন তাদেরকে কোন পর্যায়ে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হতে না হয়।

বিধবা গণের নিকাহ্

সৈয়্যেদেনা হজরত মসীহ মাওউদ (আ:) বলেন- "বিধবাগণের নিকাহের নির্দেশ এমনই, যেমন 'বাকেরাহ্' বা কুমারীদের নিকাহের নির্দেশ। যেহেতু অনেক জাতি বিধবার বিবাহ করানো সম্মানহানীর কারণ মনে করে এবং এই কদাচার বহু প্রসারিত হয়ে আছে। সে জন্যই বিধবা বিবাহের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বিধবার নিকাহ্ করানো জরুরী। নিকাহ্ তো তারই হবে, যে নিকাহের যোগ্য ও যার নিকাহ্ আবশ্যক। (মালফুজাত, পঞ্চম খ-, পৃ: ৩২০)

সুতরাং সমস্ত আহ্‌মদীদের দায়িত্ব যে, উপরোক্ত নির্দেশের

আলোকে বিবাহ সম্পর্কে জামাতী নির্দেশাবলীকে প্রাধান্য দেওয়া। আর জামাতী পদাধিকারীদের কর্তব্য যে, জামাতকে হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা। আর তথাপি যদি কেউ তার আনুগত্য না করে তাহলে তার রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রকে অবগত করা। এবং এরূপ কোনও বিবাহে কোনও ভাবে শামিল না হওয়া। আর আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যে, আহ্‌মদী ছেলে-মেয়েদের বিবাহ আহ্‌মদীর সঙ্গেই হোক। যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেই সমস্ত কল্যাণের মাধ্যমে প্রগতি হয়, যা যুগ ইমামের বয়াতের দ্বারা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রত্যেককে এই সমস্ত নির্দেশাবলীর প্রতি মন ও প্রাণ দিয়ে আমল করার সৌভাগ্যদান করুন। (আমীন)